দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৭

ডাকসু নির্বাচন প্রশ্নে ভিসি

সব ছাত্র সংগঠন একমত হলে ৩ মাসের মধ্যে তারিখ ঘোষণা ঃ ছাত্র দলের বিরোধিতা

গিয়াস উদ্দিন কিমন ।। ডাকসু নির্বাচন আদৌ হবে কি? আবারও উঠেছে এ প্রশ্ন। ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের একটি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে প্রসঙ্গটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। গতকাল সন্ধ্যায় ভিসির সাথে ছাত্র নেতাদের এক বৈঠকে এ প্রসঙ্গটি

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ডাকসু নির্বাচন প্রথম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘ সময় ধরে আলোচিত হয়। এ সময় ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে তিনি সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সবাই একমত হলে তিনি আগামী ৩ মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন। এ আলোচনায় অংশ নিয়ে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বর্তমানে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে শান্ত। ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দাবী জানান। অপরদিকে, ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল বলেন, আমরা সব সময় ডাকসু নির্বাচন চেয়েছি। কিন্তু ছাত্র লীগ নির্বাচন হতে দেয়নি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের পরিবেশ নেই। এ অবস্থায় ছাত্র দল '৭৩-এর মত ডাকসু নির্বাচন চায় না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র দলের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন অসীম বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ঐতিহ্য ম্লান করে দেয়া হয়েছে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে খারাপ সময় যাচ্ছে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই, প্রকৃত ছাত্ররা হলে থাকতে পারছে না, অবৈধ অস্ত্রধারী বহিরাগতদের সঙ্গে আমরা সহাবস্থান চাই না। তিনি '৯১ ও '৯৪-এ ছাত্র দল কর্তৃক ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, এখনও আমরা নির্বাচন চাই, তবে আগে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও হলে সকলের সহাবস্থান নিশ্চিত করে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

বৈঠকে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আসলাম খান, জাসদ ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু, ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও ছাত্র দলের যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনায় দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া, কাঁটাবন মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা ও ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথে ৪টি পুলিশ চেক পোস্ট স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়।